প্রথম আলো

তারিখ ... 1 FEB 2009
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৫

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্মানে ভর্তি

ধর্মভিত্তিক ১৩টি প্রশ্ন রাখায় জড়িতদের চিহ্নিত করতে কমিটি

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনুষ্ঠিত প্রথম বর্ষ সম্মানের ভর্তি পরীক্ষায় ইসলাম ধর্মভিত্তিক ১৩টি প্রশ্ন রাখার সঙ্গে জড়িত প্রশ্নকর্তা ও সমীক্ষককে চিহ্নিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। একই সঙ্গে অন্য কোনো ধর্মের পরীক্ষার্থীরা যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সে জন্য বিকল্প একটি প্রস্তাবও গ্রহণ করা হয়েছে।

গতকাল শনিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য ড. মো. আবু সাঈদ খানকে আহ্বায়ক করে পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। ওই কমিটি ঘটনার কারণ অনুসন্ধান এবং এর সঙ্গে জড়িত শিক্ষককে চিহ্নিত করে সুপারিশ প্রণয়ন করবে।

গত শুক্রবার দেশজুড়ে বিভিন্ন কলেজে প্রথম বর্ষ সম্মান শ্রেণীতে ভর্তির ওই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। গতকাল ভর্তি পরীক্ষা পরিচালনা কমিটির জরুরি সভায় বিতর্কিত ওই প্রশ্নপত্র সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এ সময় কমিটির কয়েকজন সদস্য ১০ নম্বর বাদ দিয়ে ৯০ নম্বরের মধ্যে খাতা মূল্যায়নের প্রস্তাব করেন। কমিটির সদস্যরা বিশ্লেষণ করে দেখেছেন, ১১টি প্রশ্ন সরাসরি ইসলাম ধর্ম-সম্পর্কিত এবং হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম থেকে দুটি প্রশ্ন রয়েছে। পরে সার্বিক অবস্থা পর্যালোচনা করে ১০ নম্বর বাদ দিয়ে উত্তরপত্র মূল্যায়নের প্রাথমিক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

ধর্মভিত্তিক ১৩টি প্রশ্ন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. এম মোফাখখারুল ইসলাম *প্রথম আলোকে* জানান, ৫ ফেব্রুয়ারি একাডেমিক কমিটি এবং ৭ ফেব্রুয়ারি সিন্ডিকেটের সভায় কোনো শিক্ষার্থী যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সে বিষয়টি মাথায় রেখে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। এক প্রশ্নের জবাবে উপাচার্য বলেন, ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণে কমিটি হয়েছে এবং কমিটির সদস্যরা প্রয়োজনীয় তথ্য-প্রমাণ সংগ্রহের কাজ আজ রোববার থেকে শুরু করবেন।